

ধর্মের প্রামাণিকতা

-শিখাব-

১১এপ্রিল, ২০০৬

সম্প্রতি আমরা ক'জন ঢাকায় এসেছিলাম, উপলব্ধি বাংলাদেশে মুক্তবুদ্ধির আন্দোলনকে জোরদার করা। সেই লক্ষ্যে কয়েকজন প্রতিথযশা বুদ্ধিজীবীদের সাথে সাক্ষাত হলো। কাংখিত ব্যক্তিদের প্রায় সবাই খুব আগ্রহ-উদ্দীপনা দেখিয়েছেন -বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ, গণতন্ত্র, মানবতাবাদ ও মুক্ত চিন্তার আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য। তবে, তাদের মধ্যে একজনের কিছু মন্তব্য নিয়েই আজকের এ লেখার অবতারণা।

তিনি জানালেন যে,বাংলাদেশে ধর্ম নিরপেক্ষতা (ইহজাগতিকতা)'র ইস্যুটি এখন আর কোনো বড় সমস্যা নয়। বরং ধর্মীয় মূল্যবোধ সংরক্ষণ ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য কাজ করা অধিক জরুরী বিষয়। ধর্মহীনতাকে প্রশ্রয় দেয়ার জন্য পরিস্থিতিতে আরো জটিল থেকে জটিলতর করেছে। এ প্রসঙ্গে তিনি আলোচনাক্রমে মুক্তমনা ওয়েবসাইটের লেখকদেরও স্ফানিখটা দায়ী করলেন। বিবেদ গার করলেন প্রয়াত ডঃ আহমদ শরীফ, ডঃ হুমায়ুন আযাদ, তাসলিমা নাসরীন সহ মুক্তচিন্তার দার্শনিকগণেরও। উনার অভিমত হলো এরা সবাই সাহিত্যের লোক- কেহই বিজ্ঞানী নহেন। সুতরাং ধর্ম, ঈশ্বর, ইসলাম ও বিজ্ঞানের জটিল বিষয়ে কথা বলা, তাদের জন্য বেমানান। প্রতিথযশা বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং কে তিনি ধর্মের পক্ষের একজন লোক বলে উল্লেখ করলেন। চলমান জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, তাঁর বক্তব্য হলো ইহা আমেরিকার তৈরী, ইসলামের আদর্শ নয়। (তিনি ব্যক্তি জীবনে ধর্মচর্চা না করলেও) ঘুরিয়ে পেছিয়ে তিনি যা বুঝাতে চাইলেন তা হলো, ধর্মীয় আদর্শ অনুসরণ করার মাধ্যমেই দেশ ও দেশের মুক্তির পথ সুগম হতে পারে ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমরা সবাই জানি যে, বর্তমানে বাংলাদেশে এই রূপ জ্ঞানপাপী বুদ্ধিজীবির অভাব নেই। সরকারী হালুয়া-রুটির আশায় রাতারাতি খোলস পালটে এক সময়কার বহু Secular বুদ্ধিজীবী এখন বক ধর্মিক সেজেছেন (হাতে গরম গরম প্রমাণ হিসেবে বলা যায়, আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, জহির উদ্দিন স্বপন, শাহজাহান সিরাজ, আনোয়ার জাহিদ, কবি আল মাহমুদ, লেখক ফরহাদ মাজহার, বাংলা গানের প্রতিষ্ঠিত গায়ক, গণমানুষের শিল্পী ভূপেন হাজারিকা সহ আরো অনেকের নাম বলা যায়। লিষ্ট লম্বা হয়ে যাবে বলে উল্লেখ করলাম না। তবে প্রয়োজন হলে অবশ্যই উল্লেখ করবো।)।

সময়ের অভাবে সম্মানিত বুদ্ধিজীবির সব গুলো কথার জবাব দেয়া হয়ে উঠেনি। তাই মুক্তমনা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে -সেদিন বুদ্ধিজীবী মহোদয়ের বক্তব্যের জবাবে আমাদের উত্তর গুলো মুক্তমনা ওয়েবসাইটের পাঠকদের উদ্দেশ্যে তোলে ধরছি-

১। যারা বলেন ধর্মবিদ্বেষীদের কারণে ধর্মীয় উন্মাদনা তৈরী হয়েছে তারা বিষয়টির সামগ্রিকতা না দেখে মোল্লা উমরের মত এক চোখে দুনিয়া দেখছেন। ধর্ম সম্মন্ধে যাদের অ, আ, ক, খ জ্ঞান আছে তারা জানেন, ধর্ম মানেই উন্মাদনা, যুদ্ধ, হানাহানি, খুন, হত্যা, লুণ্ঠন, রাহাজানি। কল্পিত ঈশ্বরের নামে মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব। কোরান বলছে 'হে

মহাম্মদ তোমাকে প্রেরণ করা হয়েছে -অন্য ধর্মের উপর এই ধর্মকে (ইসলাম)বিজয়ী করার জন্য'। 'আল্লাহর সুপ্রিয় পাত্র তারাই -যারা তার পথে লড়াই করে অন্যকে হত্যা করে এবং নিজেও নিহত হয়'। আল কোরানের ১১৪টি সুরার মধ্যে অন্ততঃ ১০০টি সুরায় একাধিক বার লড়াই,সংগ্রাম,যুদ্ধ,খুন ও রক্তপাতের কথা বলা হয়েছে। হাদিসের কথা এখানে না-ই বা বললাম। কোরান, হাদিস ও ধর্মীয় গ্রন্থের উদ্ভৃতি না বাড়িয়ে ও একথা নির্ধ্বন্য বলা যায় - ধর্মের ইতিহাস রক্তপাতের ইতিহাস। ইসলামের প্রবর্তকের ইন্তেকালের পর তিনদিন তার লাশ আয়েশার ঘরে পরে থাকা, জামায়াতে জানাজার নামাজ না হওয়া, আবু বক্কর ছাড়া অন্য সব খলিফাদের মধ্যে একে অন্যের দ্বারা নিহত হওয়া। পরবর্তিতে জঙ্গি জামাল, জঙ্গি সিসফিগ ও কারবালার হৃদয় বিদারক ঘটনা প্রবাহ আত্মকলহ, পরস্পরকে হত্যা, রক্তপাত ও ধবংস যজ্ঞের জলন্ত উদাহরণ। শান্তির ধর্ম ইসলামের অনুসারিরা আরবীয় সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের জন্য স্পেন সহ অন্যান্য আরব দ্বীপগুলো ও ভারতীয় উপমহাদেশে একের পর এক অভিযান চালিয়ে হত্যা করেছে অসংখ্যমানুষ। ধ্বংস করেছে হাজার বছরের সভ্যতা। শুধু তাই নয় এখানেও এরা কি না করেছে? ধর্মের দোহাই দিয়ে আমাদের মাতৃভাষা কেড়ে নিতে ছেয়েছিল পাকিস্তানিরা, ১৯৭১ সেই ইসলামের নামে যে অপকর্ম করেছে তাতো সকলেরই জানা। এরপর ও কি একচোখা বুদ্ধিজীবীগন বলবেন ইসলাম শান্তির আদর্শ -যত দোষ সব নাস্তিক আর secular দের ।

২। মৌলবাদীদের মুখপাত্র কতিপয় লেখক বুদ্ধিজীবী একটি বিষয় খুব জোর দিয়ে বলেন যে পদার্থ বিজ্ঞানে কোন উচ্চতর ডিগ্রী ছাড়া- ঈশ্বর, ধর্ম ও মহাজাগতিকতা বিষয়ে মন্তব্য করা সমীচীন নয়। আমরা সবিনয়ে জানতে চাই -ধর্ম প্রবর্তক ও প্রচারক গণ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে ডক্টরেট উপাধি গ্রহন করেছিলেন? আজকে যারা তথাকথিত খোদার রাজ্য ক্বায়েম করতে প্রাণপণ করছেন তাদের মধ্যে কত জন পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্র? ধর্ম যদিও একটি সাংস্কৃতিক বিষয়ের অংশ হিসাবে চলে আসছে; তবে এটাতো সবাই জানেন যে, ধর্ম রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে। ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠায় যারা বদ্ধ পরিকর তারা হযরত ওমরের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। রাত্রিবেলা প্রজাসাধারণকে ঘুরে ঘুরে দেখা এবং তাদের জন্য খাদ্য পৌছে দেয়ার ঘটনাটি ফলাও করে প্রচার করে থাকেন। বিষয়টি একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝা যাবে যে, ওমরের শাসন আমলে খাদ্য রাষ্ট্রীয় কুমাগারে মজুদ থাকা সত্ত্বেও একজন মা তার আবুঝ শিশুদের সাথে ভাত রান্নার পরিবর্তে পাথর সিদ্ধ করে প্রতারনার আশ্রয় নিতে হয়েছিল। আর ঘটনাটি ও ঘটেছিল খলিফা হুজুরের রাজধানির ৩/৪ কিলোমিটারের মধ্যেই। কারণ একজন মানুষের পক্ষে রাত্রিকালে বাড়ি বাড়ি খোঁজ নিলে ৩/৪কিলোমিটারের বেশী ঘুরা সম্ভব নয়। রাষ্ট্র পরিচালনা একটি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ব্যাপার- এখানে আবেগ, অন্ধবিশ্বাস, অন্ধঅনুসরণের কোন স্থান নেই। হযরতের মৃত্যুর পর কোথাও খালিস ইসলামী হুকমাত প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। তবে বরাবরই তা চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা ছিল। আজও তা অব্যাহত আছে।

৩। এই বাংলায় এম,শমসের আলী, ওপার বাংলায় রমেন মজুমদারদের মত কিছু জ্ঞান পাपी আছেন, যারা বিজ্ঞানীদের দোহাই দিয়ে ঈশ্বর,ধর্ম ও পরজাগতিকতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। তারা একথাও বলেন যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমানের জন্য বিজ্ঞান যথেষ্ট নয়। এই বক্তব্যের পক্ষে আজকাল বাজারে প্রচুর বই পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা বেরিয়েছে- এই সকল বস্তাপচা বই গুলোর মধ্যে - Scientific indication in the holy Qura'n,

Misunderstood religion Islam, Qura'n, science & bible, জীবন থেকে জীবন আসে, বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে ঈশ্বর, মাসিক মদিনা, আদর্শ নারী, মাসিক পৃথিবী, সূর্য নয় পৃথিবী ঘুরে ইত্যাদি। যাতে অপ্রাসংগিক ভাবে বিজ্ঞানকে টেনে আনা হয়েছে। এই অপবিজ্ঞানের লেখকগণ পৃথিবীর রহস্য ও খোদা-ভগবান-ঈশ্বর কে আবিষ্কারের জন্য হাস্যকর ভাবে ধর্মকেও একটি বিজ্ঞান বলে চালানোর অপচেষ্টা করেছেন। এ প্রসঙ্গে একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি, আমি কর্মসূত্রে যখন কক্সবাজার ছিলাম তখন রাখাইন সম্প্রদায়ের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী আমার এক ঘনিষ্ঠ সহ কর্মী ছিলেন তিনি একদিন এসে বলল যে, তাদের একজন হরহত বা ধর্মগুরু আছেন যিনি অনেক আজানা, রহস্যপূর্ণ বিষয় বলে দিতে পারেন। আমার সেই সহকর্মীটির জানাছিল যে, গুরুবাদের আমার একেবারেই কোন আস্থা নেই। আমাকে ভক্তিবাদের রসে সিক্ত করার জন্য তার প্রয়াসের শেষ ছিল না। তাই প্রায় জোর করেই আমাকে গুরুজী অর্থাৎ হরহত মহাশয়ের দরবারে নিয়ে গেল। সাথে সুন্দরী নারী থাকায় হরহত সাহেবের সাক্ষাৎ পেতে দেয়ী হলো না। হরহত মহোদয়ের স্কুলকায় দেহ, পোষাক পরিচ্ছেদ, সুসজ্জিত কক্ষ ও আয়েসী জীবনের বাহার দেখে সহজেই বুঝতে পারলাম ভক্তকুলের দান-দক্ষিণার বহর। আমি একজন ধর্মহীন মানুষ, ধর্ম বিষয়ে জানতে এসেছি বলতেই কিছুটা ভ্রুকুটি করলেও বেশ আগ্রহ দেখিয়ে কাছে বসালেন। আমি যখন জানতে চাইলাম আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করলে কি মানুষ পৃথিবীর, প্রকৃতির ও জীবনের সব রহস্য জানতে পারবে? তখন তিনি দৃঢ়তার সাথে হ্যাঁ সুচক মাথা নাড়লেন। সাথে সাথে এও বললেন যে শুধুমাত্র এ পৃথিবীর নয়, তামাম মহাবিশ্বের সব খবর বলতে পারবে। আমি তাঁর কথা বিশ্বাস করেছি ভাব দেখিয়ে তাকে আশ্বস্ত করলাম। তার পর জানতে চাইলাম এই জ্ঞান কিভাবে অর্জন করতে হয়। তিনি তাঁর চোখ বন্ধ রেখে নিবিষ্ট মনে আমাকে কিছু উপদেশ দিলেন। আমি তখন তাঁকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনি কি নিজে সেই মহাজ্ঞান লাভ করেছেন? মহাশয় হ্যাঁ সুচক জবাব দিলেন। আমি তখন বললাম, যদি আপনাকে বাংলাদেশের মানচিত্রটি দিয়ে অনুরোধ করি যে, আমাদের দেশের তৈল, গ্যাস ও কয়লা ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে দিন। দয়া করে বলুন ক্যানসার ও এইডসের ঔষুধ কি হতে পারে? তা হলে আমাদের মত গরীব দেশ এসবের অনুসন্ধান ও গবেষণার জন্য মোটা অংকের খরচ থেকে বেঁচে যায়। ৭১ এ পাকিস্তানী হানাদারদের মোকাবেলায় ঈশ্বর কেন আমাদের নারীদেরকে ধর্ষণ থেকে, গণহত্যা থেকে রক্ষা করলেন না। ৯১'র ঘূর্ণিঝড় কেন আমাদের জনজীবন লুণ্ঠন করে দিল? এসবের রহস্য কি? আমার এ জাতীয় প্রশ্নের জন্য তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। মনে হলো তিনি প্রচণ্ড রেগে গেছেন তবে শান্ত ভাবেই বললেন, এ সকল বিষয় ধর্মের আওতায় পরে না তাই -আমি এ ব্যাপারে কিছুই বলতে পারব না। পাঠকদেরকে বলে রাখি এ প্রশ্ন শুধু হরহত কে নয় -ইসলামের পীরে কামেল, হিন্দু ধর্মের পুরুষহীৎ, খৃষ্টান্দের যাজক সহ বহু আশেকান ও সাধককে এই প্রশ্নগুলো করে কোন সদোত্তর পাওয়া যায় নি। সকল ধার্মিকদের প্রতি এ ব্যাপারে আমাদের ওপেন চ্যালেঞ্জ রইলো।

৪। ভাবতে অবাক লাগে যখন দেখি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পর্যন্ত ইসলামাইজেশন করার জন্য কতিপয় বুদ্ধিজীবী, জ্ঞান পাণ্ডী উঠেপড়ে লেগেছেন এবং দেশে ধর্মরাজ্য কায়েমের জন্য মাঠে নেমেছেন, তখন সত্যি মনে প্রশ্ন জাগে, এই শিক্ষিত মানুষগুলো আর মাদ্রাসার তালেবে এলামদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? তবে এদের মধ্যে যে একটি মোহ কাজ করছে সেটা স্পষ্ট। সৌদি পেট্রোডলার আর মরণের পর হুঁ-গেলমান পাওয়ার আকাংখা ওদেরকে পাগল করেছে। সৌদি পেট্রোডলার কি পরিমাণ পাবেন বা

পেয়েছেন জানিনা, তবে ছর-গেলমান পাওয়া ব্যাপারে তারা ও যে নিশ্চিত নয় তা বুঝা যায় তখনই যখন সুন্দরী সহকর্মী দেশের প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন বুদ্ধিজীবী কর্তৃক যৌন নিপীড়ণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। যাক সে কথা! তাদের পাগলামির কারণে বিভ্রান্ত হচ্ছে অসংখ্য ছাত্র/ছাত্রী। ধর্মের মোড়কে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে গবেষক, বিজ্ঞানী, চৌকস রাজনীতিবিদ ও প্রশাসক তৈরীর পরিবর্তে প্রস্তুত হচ্ছে জানবাজ জেহাদি, আত্মঘাতি বোমারু ও সন্ত্রাসী। ডেকে আনছে জাতির জন্য মহা সর্বনাশা বাড়।

৫। প্রশ্ন হলো আধুনিক মানুষের জন্য কোন ধর্ম কী জীবন বিধান হতে পারে? সরল উত্তর হলো- মোটেই না। আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালিত হয় কয়েকটি বিভাগ ও মন্ত্রণালয় সমন্বয়ে যেমনঃ- কৃষি, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, অর্থ ও পরিকল্পনা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ইত্যাদি। এই সকল মন্ত্রণালয় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ধর্ম কি ভূমিকা রাখতে পারবে? কৃষিমন্ত্রণালয়ের কথাই ধরা যাক। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নবী নিজেই তার সাহাবীদের কে কৃষি বিষয়ে অধিক জ্ঞানী বলে স্বীকার করেছেন। এটা বোখারী শরীফের হাদিস।

আর অন্যান্য ক্ষেত্রে তো ইসলাম মধ্যযুগীয় ট্রাইব লিডারদের বক্তব্যের বাহিরে কিছুই বলতে পারেনি। যা নারীদের কে গৃহবন্দি করা, অমুসলিমদের নিকট থেকে জিজীয়া কর আদায় করা, মুসলিম যুবকদেরকে দাড়ি রাখতে, টুপি পড়তে বাধ্য করা ও মানুষের সকল সৃজনশীল কর্ম ধংস করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। যা একজন আধুনিক গণতান্ত্রিক মানুষ কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। আপনি কী পারবেন?